বারাদি বিট পুলিশ ইউনিটের উদ্যোগে আমঝুপিতে উঠান বৈঠক

পুলিশি সেবা জনগণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের যাত্রা। মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বিট পুলিশ ইউনিটের উদ্যোগে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ইভটিজিং প্রতিরোধকল্পে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় মাঠে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বারাদি ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্বাস উদ্দিনের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহদারা খান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ৬ নং ওয়ার্ড আমঝুপি ইউপি সদস্য আবুল কসেম, মশিউর রহমান ডাবলু প্রমুখ।

দর্শনার কেরুর নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাদ দেওয়ায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানির ২০১৯-২০২০ মাড়াই মৌসুমে নিয়োগকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের চলতি মৌসুমের শুরু হতে কাজে যোগদান ও সকল প্রকার নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০% মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১১ টায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানির জেনারেল অফিসের সামনে

মানববন্ধন করে বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজম্ন।

২০১৯-২০২০ মাড়ায় মৌসুমে নিয়োগকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা কেরু এ্যান্ড কোম্পানির উদ্বোধনের দিন ১৮/১২/২০২০ কাজে যোগদান করতে গেলে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু সাইদ বলেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোন চাকরী নাই, ফলে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা একত্রিত হয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কাজে যোগদান করতে দেওয়া হবে না ততদিন তারা রাজ পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, সাবেক ডেপুটি কমান্ডার নাসির উদ্দীন, সাবেক থানা কমান্ডার বিল্লাল উদ্দীন সাবেক জেলা ইউনিট কমান্ডার তানজির আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ সবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ খালেক, সাবেক জেলা সাংগাঠনিক কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতা কর্মীবৃন্দ।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান বঙ্গবন্ধুর গাড়ি চালক

১৯৬২ থেকে ১৯৭০। স্বাধীনতার আগের উত্তাল ৮ বছর। পাকিস্তানের শাসকরা যে পূর্ব পাকিস্তানকে কেবলই শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে সেই কথা শুনিয়ে স্বাধিকারের দাবি নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

এই সময়েই ৬ দফার দাবি তুলে গণমানুষের নেতায় পরিণত হন তিনি। তার সমর্থক ছিলেন, খুলনার রশিদ ব্রাদার্স জুট মিলের মালিক আব্দুর রশিদ মিয়া।

বঙ্গবন্ধু খুলনায় এলেই জনসভার জন্য প্রাইভেট কার পাঠাতেন তিনি,

আর সে গাড়ির চালক ছিলেন ছমির উদ্দিন। টানা আট বছর খুলনা-যশোর ও আশেপাশের জেলাগুলোতে বঙ্গবন্ধুকে প্রাইভেট কারে জনসভায় নিয়ে যাওয়ায় ছিলো ছমির উদ্দিনের কাজ। তার ভাণ্ডারে আছে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক গল্প। জীবন সায়াহ্নে এসে সেসব গল্প বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে একবার শোনাতে চান তিনি। সম্প্রতি তার সঙ্গে কথা হয় ছমির উদ্দিনের।

তিনি জানান বর্তমানে তার বয়স ৮৮ বছর। তবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতি এখনও পরিষ্কার। স্পষ্ট মনে করতে পারেন ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ সালের ঘটনাবলি।

‘বঙ্গবন্ধু তো তাকে পরে বলা হয়েছে, আমরা বলতাম শেখ সাহেব’-গল্প শুরু হয় তার। শেখ সাহেবকে প্রাইভেট কার চালিয়ে নিয়ে গেছি অনেক জায়গায়।

দলীয় প্রোগ্রামে বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া থেকে লঞ্চে করে খুলনায় আসতেন। সে সময় তাকে প্রাইভেটে (প্রাইভেট কার) করে খুলনা ও যশোরের বিভিন্ন স্থানের মিটিংয়ে নিয়ে যেতাম।’ছমির উদ্দীন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের নৃসিংহপুর গ্রামের মৃত মনির উদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে।

তিনি জানিয়েছেন, ১৯৬২ সালে খুলনা রশিদ ব্রাদার্স নামের একটি জুট মিলে ড্রাইভার পদে চাকরি করতেন। রশিদ ব্রাদার্স জুট মিলের মালিক ছিলেন ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার আব্দুর রশিদ মিয়া। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ করতেন এবং সাবেক এমএলএ ছিলেন। তখন বঙ্গবন্ধুকে সবাই শেখ সাহেব বলতেন।

‘শেখ সাহেব তখন লঞ্চে করে টুঙ্গিপাড়া থেকে খুলনায় আসতেন। শেখ সাহেব, আসার আগেরদিন রশিদ সাহেব আমাকে গাড়ি নিয়ে লঞ্চের ঘাটে থাকতে বলতেন। আমিও গাড়ি নিয়া চলে যেতাম ঘাটে। শেখ সাহেব, খুলনায় লঞ্চ থেকে নেমে আমার গাড়িতে উঠতেন। আমি গাড়ির দরজা খোলা রাখতাম।

গাড়িতে ওঠার আগে তিনি আমার গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে সন্তানের মতো আদর করতেন। খুলনার যেসব স্থানে সভা সমাবেশ থাকতো সেখানে শেখ সাহেবকে নিয়ে যেতাম। তবে তিনি খুলনায় এলে দুপুরের খাবার খেতেন টুটপাড়ায় তার ছোটভাই শেখ আবু নাসেরের বাসায়। এখানে তিনি ডাইনিং টেবিলে বসে খেতেন না। সাধারণ মানুষের মতো মেঝেতে পাটি পেড়ে খেতে বসতেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে আমাকেও বসাতেন। বাড়িতে যাওয়ার আগে বলতেন, ছমির খুলনায় এসে যদি ছোটভাই এর বাড়িতে

না যাই আর দুপুরে না খেয়ে আসি তাহলে ও খুব কষ্ট পাবে।’

‘খাওয়া-দাওয়া শেষে যেখানে মিটিং থাকতো সেখানে নিয়ে যেতাম। যে কয়দিন তিনি খুলনায় থাকতেন সে কয়দিন আমি ডিউটি করতাম।’

বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কোনও বিশেষ স্মৃতি আছে কিনা জানতে চাইলে ছমির উদ্দীন জানান, ‘‘একদিন খুলনার শহীদ হাদিস পার্কে শেখ সাহেব ভাষণ দিচ্ছিলেন । সে সময় আমি পাশেই গাড়ির দরজা খুলে বসেছিলাম। শেখ সাহেব কোনও রকম ভাষণ শেষ করে আমাকে বলেন ‘দ্রুত গাড়ি চালাও। আমি অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে দ্রুত চলে যেতে হবে।’

পরে আমাকে জানালেন, ‘মোনায়েম খান, সবুর খানের কাছে টেলিফোন করেছে শেখ সাহেবকে অ্যারেস্ট করার জন্য। আমি তখন তরতাজা যুবক। আমি সে সময় গাড়ি নিয়ে দ্রুত যশোরের সাবেক মন্ত্রী মশিউর রহমানে বাড়িতে চলে আসি। রাতে থাকার পর সকালে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখি মশিউর রহমান সাহেবের বাড়ির সামনে পুলিশ। তখন আমি আর গাড়ি ঘোরানোর সুযোগ পেলাম না। ব্যাকেই আবার বিল্ডিংয়ের গ্যারেজে ঢুকে গেলাম।

এরপর শেখ সাহেবকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। ওই দিনই কোর্টে উনার জামিন হওয়ার পর শেখ সাহেবকে নিয়ে গাড়িতেই ঢাকায় চলে গেলাম। এটাই ছিল আমার জীবনের একটা বড় স্মৃতি।’

গাড়ি চালানোর পাশাপাশি খুব ভালো বাঁশি বাজাতেন ছমির উদ্দীন। এলাকায় তাকে ‘গুরু’ ডাকা হয়। তৈরি করেছেন অনেক বাঁশি শিল্পী। তিনি আরও জানান, ‘বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

বঙ্গবন্ধু কেমন মানুষ ছিলেন জানতে চাইলে বলেন, কেমন মানুষ ছিলেন সেটা বলে বোঝানো যাবে না। একজন সুন্দর মনের অধিকারী মানুষ ছিলেন তিনি। গরিব মানুষ বলে কাউকে সরিয়ে দিতেন না। বুকের মধ্যে, কোলের মধ্যে নিয়ে আদর করতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সদস্যদের এমন নৃশংসভাবে হত্যা করবে সেটা কেউ ভাবতেই পারিনি। খুলনার কাজ শেষে ফেরার পথে প্রতিবার আমাকে পকেটে জোর করে ৫০ টাকা করে বকশিস দিয়ে যেতেন। এমন মানুষ বা এমন নেতা আর আমাদের দেশে আর আসবে না।’

বৃদ্ধ ছমির উদ্দীন আরও জানান,‘ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ সাহেব যখন জেলে গেলেন তখন আমি শেখ সাহেব এর স্ত্রী, বড় ছেলে, ছোট

ছেলে, শেখ সাহেবের ব্যারিস্টার ও মশিউর রহমান সাহেবকে গাড়িতে করে ঢাকায় নিয়ে আসতাম। তারা সবাই শেখ সাহেবকে দেখতে ঢাকায় আসতেন। তখন ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে স্পেশাল কোর্ট ছিল। সেখানে তারা শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতেন। তবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর শেখ সাহেবের সাথে আমার আর কোনও যোগাযোগ হয়নি ‘

১৯৬৮ সালে ছমির উদ্দীন ঝিনাইদহে চলে আসেন। এরপর দেশ স্বাধীন হলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনী তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তখন তিনি কালীগঞ্জ শহরে বসবাস শুরু করেন এবং মোবারকগঞ্জ সুগার মিলে চাকরি পান। চিনিকলে তিনি ট্রাক চালাতেন। বর্তমান ছমির উদ্দীন কালীগঞ্জ শহরের বিহারী মোড়ের নিজের একটি বাড়িতে বসবাস করছেন।

এছাড়া ছমির উদ্দীন খুলনা বেতার চালু হওয়ার পর থেকে সেখানকার একজন নিয়মিত বংশীবাদক ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট বংশীবাদক বলে পরিচিত। ঝিনাইদহ জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রয়েছে তার অনেক সুখ্যাতি। তার হাতেই তৈরি হয়েছে জেলার বেশিরভাগ বাঁশি শিল্পী। খুলনা বেতার থেকে এখনও তার কাছে প্রোগ্রামের জন্য চিঠি আসে। সেখানে তার একটি সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হয়েছে।

এছাড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি তাকে সম্প্রতি সংবর্ধনাও দিয়েছে। তার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি এখনও নিয়মিত রেডিও শুনেন। জীবন সায়াহ্নে এসেও মাঝে মাঝে বাঁশি বাঁজানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এখন বয়সে আর কুলায় না। তার বাড়িতে বস্তায় ভরা রয়েছে অসংখ্য বাঁশের বাশি। ব্যক্তিগত জীবনে ছমির উদ্দীন ৫ ছেলে ও ২ মেয়ের জনক।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ছমির উদ্দীন একবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাটানো স্মৃতিকথাগুলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে শোনাতে চান। ছমির উদ্দিন বলেন, ‘অনেক বার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে কিন্তু আজও পর্যন্ত দেখা পাইনি। একবার যদি দেখা পেতাম, তাকে বলতাম বঙ্গবন্ধুর সাথের স্মৃতিগুলো, এই শেষ বয়সে মনটা জুড়িয়ে যেত।’

রাজনগরে আরমান আলীর কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরে নিজ তহবিল থেকে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছেন ইউপি সদস্য আরমান আলী। গতকাল রবিবার সকাল ১০ টার সময় নিজ বাসভবনে তিনি এই কম্বল বিতরণ করেন।

নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের বর্শিবাড়িয়া, হাসানাবাদ, মোমিনপুর, কলাইডাঙ্গা, পাটকেল পোতা, সিংহাটি, শিমুলতলা, দরবেশপুর, যুগিন্দা, রাজনগর গ্রামসহ বিভিন্ন গ্রামের শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সহ-সভাপতি আবদুল মান্নান, পিরোজপুর ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি নাজিম উদ্দিন, মেহেরপুর জেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সম্পাদক ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খাকছার আলী, ওয়ার্ড যুবলীগের সদস্য ফারুক হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা কাউসার আলী, কালু মিয়াসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের মনিরুজ্জামান সোহেলের মরণোত্তর দেহ দান

মৃত্যুর পর নিজের দেহটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে দান করে দিলেন মনিরুজ্জামান সোহেল। তিনি মেহেরপুর শহরের ৭ নং ওয়ার্ডের মিয়াপাড়ার মো: বদরুদ্দোজার ছেলে।

গত বৃহস্পতিবার, ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজে তিনি মরণোত্তর দেহ দানের জন্য দান পত্রে স্বাক্ষর করেন। যার অবহিতকরণ পত্রের কপি ডিসি ও জেলা সিভিল সার্জন মেহেরপুরকে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে মনিরুজ্জামান সোহেল জানান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য আমার এই দেহ দান। আমার দেহ নিয়ে গবেষণা পূর্বক

মানব সেবায় কাজে আসলে আমার এই দেহ দান সার্থক হবে।

তিনি আরও বলেন, আমি কমরেড নির্মল সেনের পালক পুত্র হিসেবে পরিচিত, তাঁর মরণোত্তর দেহ দানে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার এই সিদ্ধান্ত। আমি পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে কোন ধরণের বাঁধার সম্মুখীন হইনি।

মেহেরপুরে ঠান্ডাজনিত রোগে ভুগছে শিশুরা

এম এফ রুপক

কনকনে শীত, কুয়াশার পাশাপাশি ঠাণ্ডা বাতাস। কদিন ধরেই মেহেরপুরে বেড়েছে শীতের তীব্রতা।

গত শনিবার মেহেরপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই তীব্র শীতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে শিশু ও বৃদ্ধরা। ঠাণ্ডাজনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে বেড়েছে শিশু রোগীর সংখ্যা। গত এক সপ্তাহে শিশু রোগীর সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ।

বর্তমানে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ৪৫ জন শিশু রোগী ভর্তি আছে। এ ছাড়াও গতকাল রবিবার হাসপাতালের বর্হিবিভাগে ৬৫ জন শিশু রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের কনসালটেন্টে (শিশু) ডা. মাহবুবা তাজমিলা বলেন, ঠাণ্ডাজনিত সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, এলার্জি, একউট ব্রক্রিওলাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নিচ তলার পুুরুষ ওয়ার্ডটি করোনা ওয়ার্ড করেছে কর্তৃপক্ষ। ২য় তলায় মহিলা ও ৩য় তলায় শিশু ও পুরুষ রোগীরা চিকিৎসা নিচ্ছে। শিশু ওয়ার্ডে পুরুষ রোগী থাকায় রোগীর চাপ বেড়েছে অনেক। সেক্ষেত্রে চিকিৎসা দিতেও হিমশিম খাচ্ছে চিকিৎসকরা। এছাড়াও হাসপাতালে আইসিইউ ও এনকিউবেটর সুবিধা না থাকায়

অনেক শিশু রোগী উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

শিশু ওয়ার্ডের ইনচার্জ রুপা খাতুন জানান, বর্তমানে শিশু ওয়ার্ড ও ডায়রিয়া ওয়ার্ড মিলে মোট ৪২ জন শিশু ভর্তি আছে। প্রতিদিন গড়ে ৮-১০ জন শিশু ভর্তি হচ্ছে ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা নিয়ে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে ৩-৪ জন।

গতকাল রবিবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, শিশু ওয়ার্ডে ৪০টি বেডের ব্যবস্থা আছে। পুরুষ রোগীর কারণে অনেকেই মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া শিশুর অবস্থার অবনতি হলে আইসিইউ সাপোর্ট না পেয়ে স্বজনরা উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় কিংবা বেসরকারি হাসপাতালে ছুটছেন।

সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের রেহেনা খাতুন, হুজাইফা আক্তার রমিজা নামের ৬ মাস বয়সী মেয়েকে নিয়ে তিন দিন ধরে চিকিৎসা নিচ্ছেন হাসপাতালে। ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে আসলে নিউমোনিয়া ধরা পড়ে রমিজার। ডায়রিয়া জনিত সমস্যা নিয়ে রাজাপুরের শিউলি খাতুন, রেশমা খাতুন দ্জুনের বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তারা জানান, শীতকালে বাচ্চাদের নিয়ে বেশ কষ্টে আছি। মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। করোনা আতঙ্কের মধ্যেও বাধ্য হয়ে হাসপাতালে এসেছি চিকিৎসা নিতে।

জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার মকলেছুর রহমান জানান, শীতকালে ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা নিয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়। প্রায় ৩০ শতাংশ রোগীই আবহাওয়া জনিত কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। এছাড়াও করোনা আতঙ্কের কারণে অনেক রোগীকে আউটডোর থেকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

দুর্ঘটনা ঠেকাতে কালীগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ভিন্ন উদ্যোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ডাকাতি ঠেকাতে সড়কের দুই পাশের জঙ্গল পরিষ্কার ও কুয়াশায় চালকদের দৃষ্টিভ্রম রোধে গাছে রং করেছে

বারবাজার হাইওয়ে থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের রঘুনাথপুর এলাকায় জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল, বারবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন, কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাবজাল হোসেন, সাংবাদিক হাবিব ওসমান প্রমুখ।

বারবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, কুয়াশার কারণে এমনিতে সড়কে কিছু দেখা যায় না। তারপরও দুইপাশের জঙ্গলে বেশ ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

কেউ যেন সড়কে ডাকাতির চেষ্টা করতে না পারে এজন্য সড়কের দুইপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং রাস্তার পাশের গাছগুলাতে সাদা রং করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে “দৈনিক দেশ রূপান্তর” পত্রিকার ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবে “দৈনিক দেশ রূপান্তর” পত্রিকার ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল রবিবার সকালে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের কালেক্টরেট স্কুলের মোড় থেকে ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান দিপ্তী রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল সাহা, এম সাইফুল মাবুদ, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ফয়সাল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, দেশ রূপান্তর পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসলাম রবি। পরে ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়।

শৈলকুপা পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা

মেয়র পদে ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী শৈলকুপা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্তমান মেয়র বীরমুক্তিযোদ্ধা কাজী আশরাফুল ইসলাম আজম মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন।

গতকাল রবিবাব দুপুর ২টায় পৌর নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকতার কার্যালয়ে এ মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চেয়ারম্যান মস্তোফা আরিফ রেজা মন্নু, কৃষক লীগের সভাপতি ভাইসচেয়ারম্যান জাহিদুন্নবী কালু, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নায়েব আলী জোয়াদ্দার, সাবেক ছাত্রনেতা জুলফিকার কায়সার টিপুসহ অওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

অপর দিকে শৈলকুপা উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকু, পৌর আওয়ামী লীগ নেতা তৈয়বুর রহমান খাঁন সতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জামা দিয়েছেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী মো: ওসমান গনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক পৌর মেয়র খলিলুর রহমান দলীয় মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

পৌর নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাচন অফিসার জুয়েল আহম্মেদ জানান, পৌর নির্বাচনে মেয়রপদে অওয়ামী লীগের কাজী আশরাফুল ইসলাম আজম মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। আগামী ১৬ জানুয়ারী ইভিএমএ ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হবে বলেও তিনি জানান।

৫ কোটি টাকা হাতিয়ে চম্পট

কথিত ‘অরণ্য কেয়ার ফাউন্ডেশন’র প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন রানাকে গ্রেফতার ও সঞ্চয় ফিরে পাবার দাবিতে ফাউন্ডেশনের সদস্য ও প্রতারণার শিকার কর্মচারীরা ঝিনাইদহে মানববন্ধন করেছে। সকাল ১০টার দিকে শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ রোডে তারা এ কর্মসূচি পালন করে।

সদস্যরা অভিযোগ করেন ফাউন্ডেশনের নামে প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে সমস্ত অফিস গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। তারা পরিচালকের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছে।

প্রসঙ্গত জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও সমাজসেবার নামে কথিত ‘অরণ্য কেয়ার ফাউন্ডেশন’ ঝিনাইদহের শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডুসহ ৩ জেলা থেকে ৫ কোটি টাকার বেশী হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গাছের চারা বিতরণ, সেলাই প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ আর স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী লোন এবং বয়স্ক ভাতার কথা বলে বিভিন্ন ইউনিয়নে তারা সদস্য সংগ্রহ আর সঞ্চয় সংগ্রহ করেছিল।

এ বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পর সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অফিসগুলি আইনগত ব্যবস্থা নিবে বলে জানিয়েছে।

তবে এখনো অধোরা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকসহ কর্মকর্তারা। উল্টো ফাউন্ডেশনের সদস্য ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি ও অভিযোগ করছে নিবন্ধন বিহীন কথিত অরণ্য কেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আনোয়ার হোসেন রানা। তার বাড়ি ঝিনাইদহের